গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
(গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.dss.gov.bd

"উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়
দেশ গড়বো সমাজসেবায়"

বিষয়	: জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১.৩ কার্যক্রমে বর্ণিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি	: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ	: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
সময়	: সকাল ১১.০০ টা।
স্থান	: সভাকক্ষ, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করছে। তিনি এপিএ সমন্বকারী শাখা গবেষণা, প্রকাশনা, মূল্যায়ন ও জনসংযোগ এর উপপরিচালককে আলোচ্যসূচীর বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন।

উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা, মূল্যায়ন ও জনসংযোগ) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা এর আওতাধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কেরানীগঞ্জ এর নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট-বিষয়ে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন নিয়ে অংশীজন সদস্যদের মধ্যে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি সভাকে অবগত করেন যে, ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানাসমূহের ক্যাপিটেশন হিসাবের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা এবং আইন ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন আবশ্যক।

উপপরিচালক (প্রতিষ্ঠান-১) সভায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানা নিবাসীদের (এতিম ও দুঃস্থ) ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও যুগোপযোগী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে চিত্ত বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানায় সকল নিবাসীদের ছবি সম্বলিত রেজিস্টার থাকা বাধ্যতামূলক। বছর বছর রেজিস্টারের তালিকা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়ন সম্বলিত তথ্য হালনাগাদ রাখার উপর পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানে নিবাসী ভর্তির সময় এতিম অথবা পিতামাতা বা আইনগত

অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যক্ত মর্মে চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর প্রত্যয়ন নথিতে সংরক্ষন করতে হবে। সকল প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রদর্শন এবং জাতীয় সংগীতের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপপরিচালক (প্রতিষ্ঠান-১) সভায় আরো অবগত করেন যে, প্রতিষ্ঠানে ভালো খাবার খাওয়ানো, ভালো কাপড় পড়ানোর পাশাপাশি প্রতিটি শিশুকে যেন জনসম্পদে পরিণত করা যায় সে লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষা প্রদান জরুরী। তা না হলে নিবাসী যদি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় তাহলে সরকারের কাংখিত লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হবে। তাই এতিমখানাসমূহে অবস্থান করে এমন শিশুদেরকে কারিগরী শিক্ষা প্রদানসহ স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক পেশায় দক্ষতা অর্জনেও পারদর্শী হতে হবে। তিনি আরও জানান, প্রতিটি এতিমখানাসমূহের দৃশ্যমান স্থানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত' শব্দ সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা যেন এতিমখানায় থাকতে পারে সে বিষয়ে নীতিমালা সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা বলেন, ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের হিসাবের প্রতিটি খরচ লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি পৃথক রেজিস্টার পরিচালনা করা আবশ্যক যা নিবন্ধন লাভের সময় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে দেন। এছাড়াও এতিমখানাসমূহের শিশুদের আরবী শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী শিক্ষা যেমন, আইটি বিষয়ে, বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব দেন।

পরিচালক (বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়), ঢাকা বলেন, প্রতিটি শিশুকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা জরুরী। সে লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

অংশীজনের মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সেবাগ্রহিতা, সুশীল সমাজ, সংবাদকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি সমাজসেবা অধিদপ্তরের সুশাসন নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন যা নিম্নরূপ:

১। শাহজাহান মোল্লা, সুপার, হযরত আসমানিয়া এতিমখানা- বলেন, বছরে তার প্রতিষ্ঠানে চার লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অথচ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট আসে মাত্র ষোলো হাজার টাকা। টাকার পরিমান বৃদ্ধি করার মতামত ব্যক্ত করেন। একজন শিশুর জন্য মাসিক ২০০০ (দুই হাজার) টাকার পরিবর্তে ৪০০০ (চার হাজার) টাকায় উন্নীতকরণের মত ব্যক্ত করেন।

২। মোঃ সাদেকুর রহমান, সভাপতি, তারানগর মোহাম্মদীয়া এতিমখানা- জানান, তার এতিমখানায় কারিগরী শিক্ষা প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের পরিমান বৃদ্ধি করার মত ব্যক্ত করেন। তার এতিমখানায় ৮০ জন দুস্থ, অসহায়, এতিম শিশু আছে। মাসিক ২০০০ (দুই হাজার) টাকার পরিবর্তে ৪০০০ (চার হাজার) টাকায় উন্নীতকরণের প্রস্তাব করেন।

৩। মোঃ শাহাবুদ্দীন, পরিচালক, জামিয়্যাতে মঈনিয়া ইসলামিয়া ফাউন্ডেশন- জানান তাদের এতিমখানা ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখানে অসহায়, দুস্থ ও এতিম শিশু আছে ৮৪ জন। ক্যাপিটেশন পায় ২১ জনের। এখানে বাচ্চাদের পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত আদরযত্নে শিশুরা প্রতিপালিত হচ্ছে। শিশুরা এখানে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে পাচ্ছে। কমপক্ষে ৪২ জন শিশুর ক্যাপিটেশনের পরিমান বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান।

৪। মোহাম্মদ জামান, সহকারী সুপার, জাজিরা মোহাম্মদীয় এতিমখানা- বলেন, তাদের এতিমখানায় ৪৫ জন শিশু আছে যাদের মধ্যে ২২ জনের ক্যাপিটেশন পান। তিনি বলেন তিন বেলাতেই রান্না করা হয়। ফলে শিশুরা গরম খাবার খেতে পারে। এক্ষেত্রে মাসিক ২০০০ (দুই হাজার) টাকার পরিবর্তে ৪০০০ (চার হাজার) টাকায় উন্নীত করলে ভালো হয়।

৫। মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সুপার, তারানগর মোহাম্মদীয়া এতিমখানা- ক্যাপিটেশন এর পরিমান বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখেন।

সুপারিশ:

১। এতিমখানার শিশুদের মাসিক ব্যয় ২০০০ (দুই হাজার) টাকার পরিবর্তে ৪০০০ (চার হাজার) টাকায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট উন্নীতকরণ;

২। কারিগরী ও স্থানীয় চাহিদা সম্পন্ন পেশায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা;

৩। আরবী শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা যেমন: বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা;

৪। প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। বিশেষ করে বিল-ভাউচার সুস্পষ্ট থাকা;

৫। এতিমখানার মিশুদের প্রতিপালনে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের এতিম শিশুদের প্রতি সুস্থ আচরণ প্রদর্শন যেন করা হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকা;

৬। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানায় সকল নিবাসীদের ছবি সম্বলিত রেজিস্টার থাকা;

৭। রেজিস্টারের তালিকা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়ন সম্বলিত তথ্য হালনাগাদ রাখা;

৮। নিবাসী ভর্তির সময় এতিম অথবা পিতামাতা বা আইনগত অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যক্ত মর্মে চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর প্রত্যয়ন নথিতে সংরক্ষন করতে হবে;

৯। সকল প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রদর্শন এবং জাতীয় সংগীতের উপর গুরুত্বারোপ করা;

১০। প্রতিটি এতিমখানাসমূহের দৃশ্যমান স্থানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত' শব্দ সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকতে হবে।

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সৈয়দ মোঃ নুরূল বাসির
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ফোন: ০২৫৫০০৭০২২
ইমেইল:**director-admin@dss.gov.bd**

নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০২০.২৩.০০২.২২. ৭৫৪

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

০১। পরিচালক (কার্যক্রম/প্রতিষ্ঠান/সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। বিভাগীয় পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত পরিচালক (কার্যক্রম /প্রতিষ্ঠান /পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৪। উপপরিচালক .... সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। সমাজসেবা অধিদপ্তরের এপিএ সমন্বয়কারী, সমাজসেবা অধিদপ্তর আগারগাঁও, ঢাকা।
০৮। সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কেরানীগঞ্জ ঢাকা।
০৮। জনাব..সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা

সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। . মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। উপসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রকিব আহ্‌মেদ
উপপরিচালক (প্রকাশনা)
ফোন: ৪৮১১৮৫৬৫